সাতদিন

৯ জানুয়ারি : ভোটার তালিকা সংক্রান্ত আদালতের রায় এখনো পৌঁছায়নি বলে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের দাবি। কমিশনে ২ জন কমিশনার নিয়োগের উদ্যোগ।

ঘন কুয়াশায় ফেরি চলাচল বন্ধ। পাটুরিয়ায় কয়েক কিলোমিটার দীর্ঘ যানজট। মাওয়ায় পদ্মা নদীর ওপর সেতু নির্মাণ জরুরি হয়ে পড়েছে।

তেলের মজুদ ঠিক রাখতে বিদেশী ব্যাংকের কাছ থেকে ঋণ নেয়ার সিদ্ধান্ত নিল সরকার।

১০ জানুয়ারি : ঈদের ছুটিতে মহাসড়কে তীব্র যানজট, হাইওয়ে পুলিশের উপস্থিতি এবং কার্যক্রম ছিল মন্থর।

নারায়ণগঞ্জে চাঞ্চল্যকর সাব্বির হত্যা মামলার চার্জশিট গোপনে দাখিল। এজাহারের আসামিরা বাদ পড়েছে।

১১ জানুয়ারি : ঈদের দিনেই ডিসিসির পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম শুরু। তবে শুধু প্রধান প্রধান সড়কে।

মিনায় পদপিষ্ট হয়ে মোট ৩৬২ জন হাজির মৃত্যু। এর মধ্যে ১১ জন বাংলাদেশী।

১২ জানুয়ারি : কোরবানির চামড়া নিয়ে চরম নৈরাজ্য। শ্যামপুরে চামড়া লুট, লালবাগে ডাকাতি এবং জুরাইনে গণছিনতাই।

কিশোরগঞ্জে সড়ক ও জলপথের তিন বাড়ি দখল করল স্থানীয় বিএনপি নেতারা। মধ্য রাতে উচ্ছেদ হলেন বাসিন্দারা।

১৩ জানুয়ারি : চালকের দোষে মিনিবাস খাদে পড়ে সাভারে ২০ জনের মৃত্যু ও ২৫ জন আহত। হাইওয়েতে ওভারটেকিং বন্ধের কোনো পদক্ষেপই কার্যকর হচ্ছে না।

গাদ্দাফির ব্যাটিং উইকেটে ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের রানের পাহাড়। তবে দর্শক উপস্থিতি আশানুরূপ নয়।

১৪ জানুয়ারি : ফিরে আসা হাজিদের অভিযোগ- মিনা দুর্ঘটনার জন্য দায়ী সৌদি নিরাপত্তারক্ষীরা।

আগামী ১৯ জানুয়ারি পল্টনে সরকার সমর্থক শিক্ষকদের মহাসমাবেশ আয়োজনের ঘোষণা। প্রধানমন্ত্রী শিক্ষকদের দাবি-দাওয়া মেনে নিতে পারেন।

মিনায় নিহত ১১ বাংলাদেশীকে দাফন করা হবে মক্কায়।

১৫ জানুয়ারি : বিটিআরসির নির্দেশ মোবাইল ফোনে বিনামূল্যে কথা বলার সুযোগ বন্ধ করতে হবে।

পৌর জনপ্রতিনিধিদের ভাতা বাড়ছে। ইউনিয়ন পরিষদের বিষয়টি এখনো অনিশ্চিত।

বিচারকরা কালো ব্যাচ ধারণ করে আদালত পরিচালনা করলেন।

বাংলাদেশ ও ভারতের অনীহায় মিয়ানমারের গ্যাস যাচ্ছে চীনে।

সংঘাতের অশনি সঙ্কেত

বদরুল আলম নাবিল

সব কিছু ঠিক থাকলে চলতি বছরের শেষ ভাগে হবে নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন। দ্রুত ফুরিয়ে আসছে সময়; তাই সরকারি এবং বিরোধী দু'পক্ষই মাঠ দখলে নিতে এখন মরিয়া । যে কোনো উপায়ে একদল টানা দ্বিতীয় মেয়াদে ক্ষমতায় থাকতে চায়, আরেক দল চায় যে কোনো মূল্যে তাদের হটিয়ে ক্ষমতায় আসতে। ক্ষমতা ধরে রাখা আর ক্ষমতা দখলের এই লড়াইয়ে জনগণের কোনো লাভ নেই, (কারণ ক্ষমতায় যিনিই আসুক না কেন নির্বাচনের পরে তারা নিজেদের নিয়ে এতটাই ব্যস্ত হয়ে পড়েন যে জনগণের কথা ভাবার ফুরসত তাদের হয় না।) তবে এই লড়াইয়ের বলির পাঁঠা বরাবরের মতোই সাধারণ জনগণ। ঈদুল আজহার কারণে সরকার বিরোধী আন্দোলনে সাময়িক বিরতি ছিল। ঈদের আমেজ শেষ হতে না হতেই চূড়ান্ত আন্দোলনের মাধ্যমে সরকারকে পদত্যাগ বা কোণঠাসা করতে আঠঘাট বাঁধছে বিরোধী পক্ষ। তারা ইতিমধ্যেই নির্বাচন কমিশনের

সামনে অবস্থান, পল্টনে সমাবেশ শেষে দলীয় সাংসদদের সংসদ অভিমুখে মিছিল, ঢাকামুখী লংমার্চসহ বিভিন্নমুখী কর্মসূচি ঘোষণা করেছে। এর ধারাবাহিকতায় লাগাতার হরতালের মতো কঠোর কর্মসূচির কথাও আওয়ামী লীগ বিবেচনা করছে।

সরকারী দল বিএনপিও রাজপথ দখলে রাখার পরিকল্পনা আঁটছে। প্রাথমিকভাবে তারা বড় শহরগুলোতে মহাসমাবেশ এবং স্থানীয় পর্যায়ে নির্বাচনী প্রস্তুতি নিয়ে ব্যস্ত থাকছে। রাজপথ দখলে রাখতে বিএনপির পাশাপাশি তার অঙ্গ সংগঠনগুলোও নানা কর্মসূচি হাতে নিয়েছে।

এমতাবস্থায় চলতি সপ্তাহ থেকেই আসবে একের পর এক মাঠ দখলের কর্মসূচি। ফলে সংঘাত ও সহিংসতার সম্ভাবনাও বাড়বে যতদিন না পরবর্তী নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়। পৃথিবী বদলেছে, উন্নত ও উন্নয়নশীল সবদেশে রাজপথে মিছিল-মিটিং করার প্রবণতা কমছে। নির্বাচনী প্রচারণা মূলত হয় টেলিভিশন চ্যানেলগুলোর মাধ্যমে। আমাদের দেশেও টিভি চ্যানেলের সংখ্যা বেড়েছে, তাই ইলেকট্রনিক্স প্রচারণার সম্ভাবনাও বেড়েছে। আমাদের রাজনৈতিক দলগুলো যদি বিষয়টি বিবেচনায় রাখে তবে সংঘাত এবং জনগণের ভোগান্তি দু'টোই কমানো সম্ভব। তবে এক্ষেত্রে প্রধান বাধা হচ্ছে বেসরকারি টিভি চ্যানেলগুলোর প্রায় সবগুলোই বিএনপির প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণে। সে অর্থে আওয়ামী লীগের হাতে কোনো চ্যানেল নেই। ক্ষমতায় থাকাকালীন বা ক্ষমতা হারানোর পরও বিষয়টি আওয়ামী লীগ বিবেচনায় নেয়নি। তাই তারা এক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকবে। তবুও আওয়ামী লীগের উচিত হবে জনসাধারণের কষ্ট হয় এমন কর্মসূচি এড়ানো। জ্বালাও পোড়াও এবং হরতালের মত কর্মসূচিগুলোতে এখন আর মানুষের সমর্থন নেই। তারা চায় রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে রাজনৈতিক ভাবেই মোকাবেলা করার রাজনীতি। চায় যুক্তি ও বুদ্ধিভিত্তিক রাজনীতি।

টিটোর আওয়ামী লীগে যোগদান

বিলম্বিত হওয়ার নেপথ্যে

মামুন রহমান, *যশোর থেকে*

দক্ষিণাঞ্চলের শীর্ষ রাজনীতিবিদ সাবেক মন্ত্রী খালেদুর রহমান টিটোর এবারও আওয়ামী লীগে যোগ দেয়া হলো না। গত ঈদুল আজহার আগে প্রায় একটানা ২০ দিন ঢাকায় অবস্থান করেও তিনি আওয়ামী লীগে যোগ দিতে পারেননি। অথচ তার ইচ্ছা ছিল এবার যেভাবে হোক তিনি আওয়ামী লীগে যোগ দিয়েই তবে যশোর ফিরবেন। এ জন্য তিনি আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে বৈঠকও করেছিলেন। যশোরের খবর ছিল ঈদের আগেই সবকিছুই হয়ে যাবে। এ জন্য শুধু যশোর নয়, গোটা দক্ষিণাঞ্চল জুড়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা টিটোর ভক্ত সমর্থকরাও মুখিয়ে ছিলেন। তাকে যশোর বিমানবন্দরে বিশাল শো-ডাউনের মাধ্যমে বরণ করে নেয়ার জন্যও প্রস্তুতি ছিল। কিন্তু সবকিছু বিফলে যায় টিটোর আওয়ামী লীগে সম্পন্ন না হওয়ায়। ব্যর্থ মনোরথেই টিটো ঢাকা থেকে যশোরে ফিরে আসেন। আবারো হতাশায় নিমজ্জিত হন তার শুভাকাঙ্ক্ষীরা। তবে খুশিও হন অনেকে। যারা চাচ্ছিলেন না টিটো আবার রাজনীতিতে ফিরে আসুক- তারা আনন্দে 'আটখানা' হয়ে যান।

এদিকে বারবার টিটোর যোগদান বিলম্বিত হওয়ায় হতবাক হয়ে যাচ্ছেন আওয়ামী লীগের শুভাকাঙ্ক্ষীরা। সবার মনে একটাই প্রশ্ন, টিটোর মতো নেতার যোগদান কেন বিঘ্নিত হচ্ছে। আওয়ামী লীগ কি আসলে তাকে দলে নিতে চায় না! না নেপথ্যে আছে অন্য কিছু? তারা বলছেন, নির্বাচনের আর বেশিদিন নেই। এখন ঘর গোছানোর পালা। কিন্তু বাস্তবে যশোর আওয়ামী লীগের বেহাল দশা। অভ্যন্তরীণ কোন্দলে জর্জরিত দল। এখনো যদি তিনি হাল ধরতেন তাহলে বিরোধ অনেকাংশে কমে যেত। তাতে দল হতো সুসংগঠিত। দ্বিতীয়ত তিনি যোগ দেয়ার পর দল যদি তাকে কোন আসনে মনোনয়ন দেয় তাহলে এখন থেকে তিনি মাঠ পর্যায়ে কাজ করার সুযোগ পেতেন। তাহলে সেখানে তার অবস্থাও সুসংহত

খালেদুর রহমান টিটো

হতো। কিন্তু তার যোগদান বিলম্বিত হওয়ায় তার কোনোটাই হচ্ছে না। অথচ যশোরের সচেতন মানুষ মনে করেন গত নির্বাচনে যশোরের আওয়ামী লীগের যে ভরাডুবি হয়েছে টিটো যোগ দিলে এবার তা রোধ করা সম্ভব হতো। বিশেষ করে সদর আসনে বিএনপির প্রার্থী বর্তমান পরিবেশ ও বনমন্ত্রী তরিকুল ইসলামকে তিনিই নির্বাচনে চ্যালেঞ্জ করতে পারেন। কেননা তিনি অত্যন্ত শক্ত প্রার্থী। দলীয় ছাড়াও তার ব্যাপক ব্যক্তি জনপ্রিয়তা রয়েছে। ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে শীর্ষ দল বিএনপির প্রার্থী তরিকুল ইসলাম ভোট পেয়েছিলেন ৬৫ হাজার। সেখানে বিধ্বস্ত জাতীয় পার্টির প্রার্থী টিটো পেয়েছিলেন ৬৩ হাজার ভোট। মূলত এই ভোটের বড় একটি অংশই তার ব্যক্তি ইমেজের ভোট। সেখানে তিনি যদি আওয়ামী লীগের প্রার্থী হন তাহলে তাকে হারানো যেকোনো প্রার্থীর জন্যই হবে কঠিন। তাহলে কেন টিটোর যোগদান বিলম্বিত হচ্ছে। গত দুই বছর ধরে তার যোগদানের বিষয়টি ঝুলে রয়েছে। যোগদানের বিষয় নিয়ে ২০০৩ সালের ৮ ডিসেম্বর তিনি ঢাকায় গিয়ে আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করে চূড়ান্ত করেছিলেন। যে কারণে জাতীয় পার্টি, বিকল্প ধারাসহ বিএনপির একটি অংশ তাকে তাদের দলে ভেড়ানোর চেষ্টা করলেও টিটো তাতে সায় দেননি। এরপরেও তার যোগদান কেন বিলম্বিত হচ্ছে তার নেপথ্যে রয়েছে চমকপ্রদ কাহিনী। যশোরে জোর আলোচনা হচ্ছে ঘরে-বাইরে উভয় দিক থেকেই টিটোর যোগদান ঠেকাতে কাজ করছে দুটি মহল। তারা কোনোভাবেই চাচ্ছে না টিটো আওয়ামী লীগে

স্ন্যাপ শট

†Mvawj। নিভে আসছে পৃথিবীর রঙ। 'সব পাখি ঘরে ফেরে, সব নদী...'। দিনের শেষে বাড়ি ফিরছে একদল `iŠ কিশোর। মোহাম্মদপুর বেড়িবাঁধ থেকে ছবিটি তোলা।

আব্দুল্লাহ আল আসাদ
২০৯, রোড # ১৯, ধানমন্ডি, ঢাকা

যোগদান করতে পারুক। ঐ মহল দুটির একটির নেতৃত্বে রয়েছে যশোর আওয়ামী লীগেরই একটি অংশ। অপর মহলটির নেতৃত্বে রয়েছে বিএনপি। সূত্রমতে, উভয়মহলই টিটোর বিরোধিতা করছে সদর আসনের মনোনয়ন নিয়ে। আওয়ামী লীগের যে অংশটি চাচ্ছে না টিটো যোগদান করুক তারা জানে তিনি যোগ দিলেই মনোনয়ন পাবেন। আর তাহলে তাদের সব চেষ্টা বিফলে যাবে। আবার দলে যে কোন্দল রয়েছে টিটো যোগ দিলে এই অংশটি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কারণ তখন টিটোর পাল্লা ভারী হবে। টিটোর পাল্লা ভারী হলে লাভবান হবেন দলের সাধারণ সম্পাদক শাহীন চাকলার পক্ষীয়রা। কারণ তারা চাচ্ছেন টিটোর যোগদান ত্বরান্বিত হোক।

অপরদিকে দলের কেন্দ্রীয় নেতা ও যশোর-৩ (সদর) আসলে মনোনয়ন প্রত্যাশী কাজী নাবিল আহমেদ পক্ষীয়রা কোনোভাবেই চান না টিটো আওয়ামী লীগে যোগদান করুক। তাহলে নাবিল আহমেদ আর মনোনয়ন পাবেন না। অপরদিকে যশোর আওয়ামী লীগের সভাপতি সাবেক সাংসদ আলী রেজা রাজু প্রকাশ্যে কিছু না বললেও তিনিও চাচ্ছেন না টিটো যোগদান করুক। কারণ স্বাস্থ্যগত সমস্যার কারণে তার মনোনয়ন পাওয়া নিয়ে সমস্যার সৃষ্টি হলেও এখনো যে সম্ভাবনা ছিল তখন তাও শেষ হয়ে যাবে। ঘরের এই বিরোধিতা ছাড়াও বাইরে থেকে টিটোর বিপক্ষে কাজ করছে বিএনপি। কারণ দলের শীর্ষ নেতা তরিকুল ইসলাম ছাড়াও স্থানীয় বিএনপির নেতারাও জানেন টিটো শক্ত প্রতিপক্ষ। সদর আসনে তিনি প্রার্থী হলে তরিকুল ইসলামকে কঠোর প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হতে পারে। এমনকি টিটো যদি জিতে যান তাহলে সেটি হবে তার জন্য চরম প্রেসটিজ ইস্যু। তরিকুল ইসলাম সে পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে চাচ্ছেন না। বিএনপি চাচ্ছে এ আসনে আওয়ামী লীগের অন্য কেউ প্রার্থী হোক। তাহলে তাদের সুবিধা হবে। আলী রেজা রাজু অথবা কাজী নাবিল আহমেদ যেই আওয়ামী লীগের প্রার্থী হোক না কেন তিনি অভ্যন্তরীণ কোন্দলের কারণে আওয়ামী লীগেরই পুরো ভোট পাবেন না। এ ছাড়া স্থানীয় আওয়ামী লীগে তরিকুল ইসলামের এজেন্ট হিসেবে যারা রয়েছে, তাদের ভোটও আওয়ামী লীগ প্রার্থী পাবেন না। সে ক্ষেত্রে তরিকুল ইসলামের বিজয় হবে সুনিশ্চিত। অপরদিকে টিটো প্রার্থী হলে পরিস্থিতিগত কারণে কোন্দল অনেক কমে যাবে। আর এ কারণেই কোনো পক্ষই চাচ্ছে না টিটো প্রার্থী হোক। যশোরে শোনা যাচ্ছে এ জন্য নাকি টাকার খেলাও হচ্ছে। আর এসব কারণেই বিলম্বিত হচ্ছে টিটোর আওয়ামী লীগে যোগদান। তবে এসব কারণ ছাড়াও আরো একটি কারণে টিটোর যোগদান বিলম্বিত হচ্ছে বলে দলীয় একটি সূত্রে জানা গেছে। তাহলো যশোর সদর আসনে মনোনয়ন নিয়ে আওয়ামী লীগের হাইকমান্ডের দ্বিধাদ্বন্দ্ব। কারণ তারা চাচ্ছে শুধু শক্ত নয় তরিকুল ইসলামের বিরুদ্ধে বিত্তশালী প্রার্থী দিতে। যিনি প্রয়োজনে সমান তালে টাকা ছড়াতে পারবেন। এই একটি ক্ষেত্রে পিছিয়ে রয়েছেন খালেদুর রহমান টিটো। আর এগিয়ে রয়েছেন কাজী নাবিল আহমেদ। তবে টিটোর যে জনপ্রিয়তা রয়েছে তার সিকি অংশও নেই কাজী নাবিল আহমেদের। এসব ভেবে চিন্তেই দেরি করছে আওয়ামী লীগের হাইকমান্ড। এখন শোনা যাচ্ছে আবারো দ্রুত ঢাকা যাবেন টিটো এবং এবার সবকিছু চূড়ান্ত হয়ে যাবে। তবে এসব ব্যাপারে মোটেই মুখ খুলছেন না তিনি। এখন দেখা যাক শেষ পর্যন্ত কী হয়। সে দিকেই চেয়ে আছেন সবাই।

মিনায় মৃত্যু

এমন আর কতদিন

মিনায় শয়তানের উদ্দেশে পাথর ছুঁড়তে গিয়ে ভিড়ে পদপিষ্ট হয়ে নিহত হয়েছে ৩৬২ জন হাজি। এদের মধ্যে ১১ জন বাংলাদেশী। এখনও অনেক লাশ শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি। এছাড়া, ৪ বাংলাদেশী আহত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

মিনায় শয়তানের প্রতীকী স্তম্ভের কাছে পায়ের নিচে পড়ে নিহত হবার ঘটনা নতুন নয়। এর আগে ২০০৪ সালে ২৪৪ জন এবং ১৯৯০ সালে ১ হাজার ৪২৬ জন হাজির মৃত্যু হয়েছিল পদদলিত হয়ে।

এছাড়া, এবার হজ শুরু হবার ঠিক আগেই মক্কায় ভবন ধসে ৭৬ জন হাজি নিহত হন। এর মধ্যে ১৩ জন ছিলেন বাংলাদেশী।

মিনায় দুর্ঘটনার পরের চিত্র

হাজিদের অভিযোগ, সৌদি নিরাপত্তারক্ষীদের গাফিলতির কারণেই এতবড় দুর্ঘটনা ঘটেছে। হজের পূর্বাপর অব্যবস্থাপনার কথা বিবেচনা করলে প্রশ্ন ওঠে, ২৫ লাখ হাজির হজব্রত পালনের জন্য সৌদি সরকার কি পর্যাপ্ত প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিল? হাজিদের কল্যাণে প্রতি বছর সৌদি সরকার বিপুল বৈদেশিক মুদ্রা আয় করে। প্রশ্ন হলো, আল্লাহর সম্মানিত মেহমানদের প্রতি সৌদি সরকার এত উদাসীন কেন? দুর্ঘটনার পর সৌদি সরকার গাফিলতির অভিযোগ অস্বীকার করেছে। পরক্ষণেই বলেছে, পাথর নিক্ষেপের কম্পাউন্ডটা আরো প্রশস্ত করা হবে। এতে অনুমান করা যায়, গলদ সৌদি প্রশাসনের হজ প্রস্তুতিতে।

এই বিপুল সংখ্যক হাজিদের সুশৃঙ্খলভাবে হজের আহকাম পালনের জন্য হজ ব্যবস্থাপনা আরো উন্নত করা প্রয়োজন। প্রয়োজন নিরাপত্তারক্ষীদের প্রশিক্ষণ এবং আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার। প্রয়োজনে পশ্চিমী কারিগরি সহায়তা নেয়া যেতে পারে।

পাশাপাশি, মুসলিম দেশগুলোর উচিত ত্বরিত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সৌদি সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি। এ প্রসঙ্গে মিনায় তাঁবুতে আগুন লেগে হাজিদের মৃত্যুর ঘটনার কথা স্মরণ করা যায়। সে সময় আন্তর্জাতিক চাপের মুখে সৌদি সরকার হাজিদের আবাসস্থলের উন্নয়ন ঘটাতে বাধ্য হয়েছিল।

বাংলাদেশী নিহত হাজিদের আত্মীয়স্বজনদের প্রতি আমরা সমবেদনা জানাই। এর বেশি কিছু করার এখতিয়ার আমাদের নেই। কিন্তু বাংলাদেশ সরকারের আছে অনেক কিছু করার। অন্তত হজ যাত্রী পরিবহন নিয়ে এবার যে কেলেঙ্কারি হলো, তার পুনরাবৃত্তি যেন আর কখনোই না হয়।

জঙ্গিদের বিরুদ্ধে প্রথম রায়, অতঃপর...

১৭ আগস্ট থেকে ১৯ ডিসেম্বর। এই সময়ের মধ্যে জঙ্গিদের ৬টি বড় ধরনের বোমা হামলায় দেশে কমপে ৩০ জন নিহত ও অসংখ্য আহত হয়েছেন। ১৭ আগস্টের সিরিজ বোমা হামলার পর ৫ মাস পেরিয়ে গেলেও দু-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জঙ্গিদের বিরুদ্ধে বিচার প্রক্রিয়া এখনো শুরুই হয়নি। এমনকি ঝালকাঠির আত্মঘাতী বোমা হামলায় দুই বিচারক হত্যার বিচার প্রক্রিয়া এখনো শুরু হয়নি। যদিও ঘোষণা দেয়া হয়েছিল এক মাসের মধ্যে এই হত্যাকান্ডের বিচার করা হবে।

এতো হতাশার মাঝেও একটি ভালো খবর হলো, ১৭ আগস্ট থেকে শুরু হওয়া জঙ্গি অপতৎপরতার বিরুদ্ধে আদালতের প্রথম রায় ঘোষিত হয় ১৫ জানুয়ারি কিশোরগঞ্জ আদালতে। ১৭ আগস্টের বোমা হামলার সঙ্গে প্রত্যভাবে জড়িত প্রশিতি জঙ্গি ওবায়দুল্লাহ সুমনকে ১৫ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডসহ ২ হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরো দুই বছর কারাদন্ডের রায় ঘোষিত হয়। আইনজীবীদের মন্তব্যানুসারে, জঙ্গিদের বিরুদ্ধে এটাই প্রথম রায়। সারা দেশে জঙ্গিদের বিরুদ্ধে আরো ১১টি মামলার বিচার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে বলে জানা গেছে।

তবে এসব মামলার অগ্রগতি খুবই ধীর। জঙ্গি অপতৎপরতা যে পর্যায়ে চলে গেছে, তাতে মামলার এই অনগ্রগতি জাতির জন্য বড় ধরনের দুঃসংবাদ। তার ওপর জঙ্গিদের বিরুদ্ধে যেসব চার্জশিট দাখিল হচ্ছে সেগুলোর পরিপক্কতা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে শুরু থেকেই। চার্জশিট যেকোনো মামলার প্রাথমিক শক্ত ভিত্তি বলে বিবেচিত। কিন্তু দুর্বল চার্জশিটের যেসব অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে, তা জঙ্গি অপতৎপরতাকে আরো উৎসাহিত করবে। আর যেসব জঙ্গি বিস্ফোরকসহ ধরা পড়েছে, তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হচ্ছে সাধারণত ১৯০৮ সালের বিস্ফোরক দ্রব্য আইনে। কিন্তু এই আইনে যে পরিমাণ টাকা জরিমানার বিধান আছে তা অপর্যাপ্ত বলে মন্তব্য করেছেন আইনজীবীরা। সর্বোপরি জেএমবির কর্মকান্ড দেশ, রাষ্ট্র ও সার্বভৌমত্বের জন্য হুমকিস্বরূপ। তাই এদের সমূলে বিনাশ করা উচিত। এর জন্য প্রচলিত আইনের সংশোধন এবং প্রয়োজনে নতুন করে আইন তৈরি করা যেতে পারে বলে মন্তব্য করেছেন কয়েকজন আইন বিশেষজ্ঞ।

আরিফ খান মিরণ

ফ টো ফি চা র

এক শীতের সকালে সুন্দরবনে...

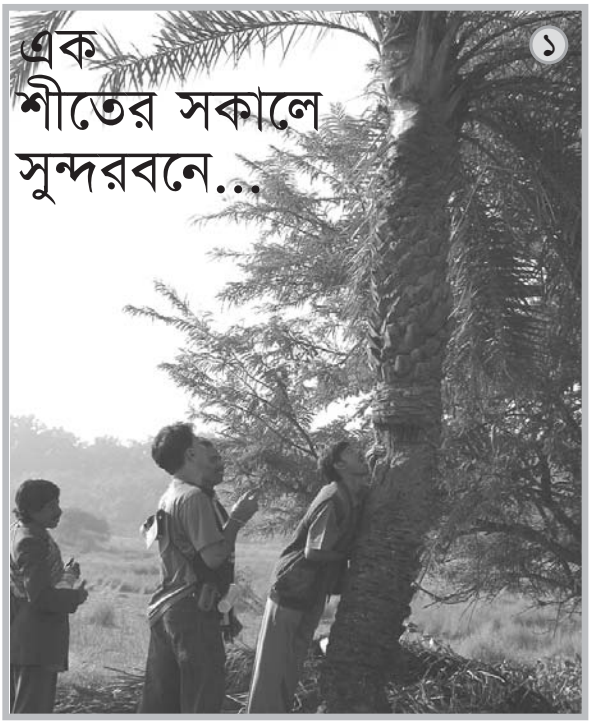

ক্রমানুসারে: ১. খেজুর গাছ থেকে রস ঝরছে, তাই মুখে পুড়তে চাইছেন এক শহুরে পর্যটক। ২) দিগন্তে সূর্য উকি দিয়েছে, তারই মায়াবী আভা বন ছাড়িয়ে এসে পড়েছে পার্শ্ববর্তী নদীতে। ৩) পিপাসা মিটাতে ওরা দল বেধেঁ এসেছে নদীর ঘাটে।

ছবি : ইয়ং এক্সপ্লোরার সোসাইটি আয়োজিত পরিবেশ উৎসব ২০০৬-এর সৌজন্যে